Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN(o): 2581-6241
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 6.471
Volume - 6, Issue - 4, April - 2023 Publication Date: 25/04/2023

DOIs:10.2018/SS/202304005 --:-- Research Paper / Article / Review

ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের আলোকে মতি নন্দীর 'পাষাণভার': একটি নিবিড় পাঠ

ড. সঞ্জিত সরকার

সহকারী শিক্ষক, কামাখ্যাগুড়ি উচ্চ বিদ্যালয়, কামাখ্যাগুড়ি, আলিপুরদুয়ার

Email – sanjit.sarkar88@gmail.com

সারাংশ: মনস্তত্ত্বের আলোকে কোনো সাহিত্যকৃতির বিশ্লেষণ বলতে মূলত আমরা বুঝি লেখকের সৃষ্ট চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ। বাংলা সাহিত্যে মনস্তত্ত্বমূলক সাহিত্য রচনার প্রত্যক্ষ প্রভাব বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে লক্ষ করা যায়। সাহিত্যকে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মূল উৎস ছিল সমসাময়িক প্রখ্যাত চিন্তাবিদ্ ও চিকিৎসক সিগমন্ড ফ্রয়েডের মানব-মন সংক্রান্ত যুগান্তকারী আবিষ্কার ও তার বিজ্ঞানসম্মত পটভূমি। ফ্রয়েডের আবিষ্কৃত এই পদ্ধতির সাহায্যে মানব হৃদয়ের জটিল এবং রহস্যময় গোপনতম প্রদেশগুলি [চেতন (Conscious), অবচেতন (Preconscious/Subconscious) ও অচেতন (Unconscious)] উন্মোচিত হয়। আর এই কারণে একে মনঃ'সমীক্ষণ ও'গভীরতা মনোবিদ্যা' তথা '(Depth psychology) বলা হয়। তাঁর মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে মানসিক রোগগ্রস্ত লোকের মনোবিশ্লেষণের পাশাপাশি সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের জটিল মনন ও তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলিকে কার্যকারণাত্মক সম্পর্কে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন ও স্বাধীনতা পরবর্তী কথাকারদের সৃজনে মানব মন বিশ্লেষণে মনঃসমীক্ষণ বা মনোবিকলন তত্ত্ব যে মূল প্রেরণা তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। স্বাধীনতা পরবর্তী কথাসাহিত্যিক মতি নন্দীর কথাসাহিত্যেও ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনবাদের সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে। এই নিবন্ধে তাঁর রচিত গল্পটি ফ্রয়েডের মনোবিকলন তত্ত্বের আলোকে আলোকিত করার প্রয়াস করা 'পাষাণভার' হয়েছে।অপরাধবোধে আক্রান্ত অনুভূতিশীল বিবেকের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের গল্প । নিতান্ত অজান্তে 'পাষাণভার' একধরনের অনুচিত অবৈধ কাজ করে ফেলায়অনিলের অধিশাস্তাবোধ তার অহম বোধের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর তাই অনিলের মনে এক ধরনের অপরাধবোধ সৃষ্টি হয়যা তাকে প্রতিনিয়ত কুরে কুরে খায়। যদিও শেষ , পর্যন্ত ঘটনাক্রমে অনিলের অহম ও অধিশাস্তার দ্বন্দ্ব অনেকটা স্তিমিত হয়ে যায়। আর তাই বিবেকের যন্ত্রণাটাও ধীরে ধীরে কমে যায়।

লেখক বিষয়ের পাশাপাশি চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রেও যে বিশেষত্ব অর্জন করেছেন তা অন্বেষণ করা হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনিল চরিত্রটির রূপান্তর চরিত্রটিকে আমাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে। মতি নন্দীর আশ্চর্য কুশলতায় এভাবেই সাধারণ মধ্যবিত্ত চরিত্রগুলি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

সাংকেতিক শব্দ: সিগমন্ড ফ্রয়েড ,মনস্তত্ত্ব ,মতি নন্দী ,পাষাণভার।

১. ভূমিকা: মনস্তত্ত্বের আলোকে কোনো সাহিত্যকৃতির বিশ্লেষণ বলতে মূলত আমরা বুঝি লেখকের সৃষ্ট চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ। আমরা জানি যে কোনো সাহিত্যে চরিত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। অ্যারিস্টটলের সময় থেকেই সাহিত্যে চরিত্রের প্রাধান্য স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। আর আধুনিক যুগের সাহিত্যবিশ্বে যে চরিত্রই মূল আকর্ষণের - কেন্দ্রস্থল তা বলাই বাহুল্য।

বাংলা সাহিত্যে মনস্তত্ত্বমূলক সাহিত্য রচনার প্রত্যক্ষ প্রভাব বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে লক্ষ করা যায়। সাহিত্যকে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মূল উৎস ছিল সমসাময়িক প্রখ্যাত চিন্তাবিদ্ ও চিকিৎসক সিগমন্ড ফ্রয়েডের মানব-মন সংক্রান্ত যুগান্তকারী আবিষ্কার ও তার বিজ্ঞানসম্মত পটভূমি। কল্পলোকের জগৎ থেকে বাস্তবতার মাটিতে পদার্পণ নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত করেছিল। আর এই অভিনব অধ্যায়ের সূত্র গ্রথিত ছিল সিগমন্ড ফ্রয়েড আবিষ্কৃত তত্ত্বের মাধ্যমে। সিগমন্ড 'মনোবিকলন বা মনঃসমীক্ষণ'

ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণের প্রধান দুটি আঁকড় গ্রন্থ হল 'The Interpretation of Dreams' (১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ) ও 'The Psychopathology of Everyday life' (১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ)। তাঁর এই গ্রন্থগুলি মূলত জার্মান ভাষায় লেখা হলেও ১৯১৩ খ্রী. James Strachey সেগুলিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। ফ্রয়েডের আবিষ্কৃত এই পদ্ধতির সাহায্যে মানব হৃদয়ের জটিল এবং রহস্যময় গোপনতম প্রদেশগুলি [চেতন (Conscious), অবচেতন (Preconscious/Subconscious) ও অচেতন (Unconscious)] উন্মোচিত হয়। আর এই কারণে একে ও'গভীরতা মনোবিদ্যা' তথা 'মনঃসমীক্ষণ'(Depth psychology) বলা হয়। তাঁর মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে মানসিক রোগগ্রস্ত লোকের মনোবিশ্লেষণের পাশাপাশি সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের জটিল মনন ও তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলিকে কার্যকারণাত্মক সম্পর্কে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর হয়ে উঠেছে। আর তাই বলা যায় ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতিটি শুধুমাত্র একটি চিকিৎসা পদ্ধতি নয়, এটি মন ও মানসিক প্রবণতা সমূহের একটি সাধারণ বিজ্ঞানও বটে। ফ্রয়েডের এই গবেষণা গ্রন্থকে সর্ব প্রথম স্বাগত জানিয়েছিল আলফ্রেড ডন বারগার নামে একজন সাহিত্য সমালোচক কবি। ফ্রয়েডই প্রথম সন্ধান দিয়েছিলেন যে মানুষের চেতন মনের সমস্ত কর্মকান্ডের নেপথ্যে মূল চালিকাশক্তি হল অবচেতন মন। এককথায় মানব মনের নিয়ামক তথা সিংহভাগের অধিকর্তা হল এই অবচেতনা। ফ্রয়েড ও তাঁর অনুগামীদের মতে মানব মনের এই অবচেতন ক্ষেত্রটি অত্যন্ত বিশৃঙ্খল। তাঁদের মতে অবচেতন সত্তার মূল উৎস হল যৌনানুভূতি। স্তরগত আঙ্গিকে মানব মনকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করা যায়চেতন—(Conscious), অবচেতন (Preconscious/Subconscious) ও অচেতন (Unconcious) । অন্যদিকে উপাদানগত দিক থেকে মানব মন তিনটি উপাদানের সমাহারে গঠিত—Id (অদস্), Ego (অহম্), Super Ego(অধিশাস্তা)।

Id বা অদস্ আমাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত পাশবিক সত্তার উপস্থাপক এবং এটি মূলত মানব মনের অচেতন স্তরে বসবাস করে। Id হল আমাদের সহজাত আকাঙ্ক্ষা তথা শক্তির মূল উৎস। বস্তুতঃপক্ষে Id হল আমাদের মধ্যে অবস্থিত স্বার্থান্বেষী তথা অনৈতিক চিন্তা তথা কার্যকলাপের প্রধান চালিকাশক্তি যা প্রতি মুহূর্তে আমাদের মনকে ভোগ বা আত্মতুষ্টির দিকে তাড়িত করে।

Super Ego (অধিশাস্তা**)** হল Id-এর একেবারে বিপরীতপন্থী একধরনের সত্তা যা মানব মনের নৈতিক দিকটিকে উপস্থাপিত করে। এই উপাদানটি আমাদের ঠিক-ভুল বিচার বিশ্লেষণ করে যে কোন প্রকার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে নির্দেশিকা তৈরি করে দেয়। এই Super Ego আবার দুটি অংশে বিভক্ত করা যায় -

- Conscience
- Ego Ideal

Conscience: এই স্তরে সমাজ বা পিতামাতা কর্তৃক খারাপ বা ঘৃণ্য বলে বিবেচিত বিষয়গুলির ধারণা সঞ্চিত থাকে। এই স্তর থেকে এই বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ হয় যে, সকল প্রকার খারাপ কাজ কিংবা ঘৃণ্য কাজ খারাপ ফলই বয়ে আনে যা শাস্তি, পাপবোধ বা অনুশোচনার মাধ্যমে ব্যক্ত হয়।

Ego Ideal: এই স্তরে Ego-র কাঙ্ক্ষিত আচরণগত নিয়ম তথা মানদন্ডগুলির ধারণা সঞ্চিত থাকে।

এই Super Ego বস্তুতঃপক্ষে আমাদের মনের চেতন, অবচেতন ও অচেতন এই তিনটি স্তরেই বিরাজ করে এবং আমাদের জন্য আদর্শ জীবনযাপনের পরিবেশ রচনায় সচেষ্ট থাকে।

Ego (অহম্**)** হল Id ও Superego-র মধ্যবর্তী সংযোগরক্ষাকারী উপাদান। আমাদের জীবনে বাস্তবসম্মত মানবীয় সামঞ্জস্য বিধানের মূল অনুঘটক হিসাবে কাজ করে Ego । এই উপাদানটি মানব মনের চেতন, অবচেতন ও অচেতন-তিন স্তরেই বিরাজ করে। এই Ego হল আমাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্যতম উপাদান যা বাস্তবসম্মত চিন্তার মাধ্যমে আমাদের যুক্তিবাদী চিন্তনে তথা কার্য সম্পাদনে সহায়তা করে। Ego মূলতঃ বাস্তবতার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত যা Id-জাত ইচ্ছাগুলিকে সামাজিক ন্যায়সঙ্গতার সঙ্গে পূরণের প্রচেষ্টা করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন ও স্বাধীনতা পরবর্তী কথাকারদের সৃজনে মানব মন বিশ্লেষণে মনঃসমীক্ষণ বা মনোবিকলন তত্ত্ব যে মূল প্রেরণা তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। স্বাধীনতা পরবর্তী কথাসাহিত্যিক মতি নন্দীর কথাসাহিত্যেও ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনবাদের সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে। এই নিবন্ধে তাঁর রচিত গল্পটি ফ্রয়েডের 'পাষাণভার' মনোবিকলন তত্ত্বের আলোকে আলোকিত করার প্রয়াস করা যাক।

২. আলোচনা ও বিশ্লেষণ: অপরাধবোধে আক্রান্ত অনুভূতিশীল বিবেকের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের গল্প । গল্পের 'পাষাণভার' মূল চরিত্র অনিল। অফিস যাত্রী অনিলের তাড়াতে একটি লোক ব্যস্ত হয়ে ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে রাস্তায় পড়ে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গেই ডবল ডেকার একটি বাস লোকটিকে রাস্তায় পিষে দেয়। লোকটির মৃত্যুর জন্য পরোক্ষভাবে অনিল নিজেকে দায়ী করে। তার পাশের লোকটিও অভিযোগ জানিয়ে বলে কী কথাই বললেন দাদা' –**!'** ফলে এক ভয়ংকর অপরাধবোধ তাকে গ্রাস করে। একজন জ্বলজ্যান্ত মানুষের মৃত্যু তার জন্য হয়েছে এটা ভেবে — ভেবে চিন্তায় কাতর হয়ে নিজেকে তার খুনি বলে মনে হয়। এই অপরাধবোধ থেকে মুক্তি খুঁজতে গিয়ে সে দুটি উপায় বের করে। হয় আত্মহত্যা করা নয়তো অপরাধ স্বীকার করে শাস্তি নেওয়া। মানসিক যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পেতে দুটি উপায়ই অফিস ছুটির পর গড়ের মাঠে শুয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছে। ভেবে দেখে আত্মহত্যা করলে লোকটি তো আর বেঁচে উঠবে না কিংবা পরিবারের বৌ ছেলে মেয়ে কেউ উপকৃতও হবে না। অনিলের কাছে দ্বিতীয় উপায়টিই ভালো ঠেকল। অপরাধ স্বীকার করে শাস্তি নিলে বরং প্রায়শ্চিত্তও হবে এবং বুকের পাষাণভারটাও নেমে যাবে। রাতে অনিল দুর্ঘটনার স্থানটিতে এসে এক কলম সারাইওলার কাছ থেকে জানতে পারে লোকটি তো মারা যায়ই সঙ্গে বাসের চালককেও উত্তেজিত জনতা পিটিয়ে আধমরা করে হাসপাতালে ভর্তি করে। বাসচালকের কথা শুনে তার অপরাধের বোঝা আরও বেড়ে যায়। অনিল ভাবে ----

> "**একটি নিহত ও একটি আহত হওয়ার পেছনে আমারই অবিমৃষ্যকারিতা রয়েছে। এর জন্য শাস্তি না নিলে সারাজীবনেই দগ্ধে মরতে হবে।"**[১]

নিতান্ত অজান্তে একধরনের অনুচিত অবৈধ কাজ করে ফেলায় অনিলের অধিশাস্তাবোধ তার অহম বোধের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর তাই অনিলের মনে এক ধরনের অপরাধবোধ সৃষ্টি হয়যা তাকে প্রতিনিয়ত কুরে কুরে খায়। অন্তরে , শায়িত বিবেকবোধের(অধিশাস্তা) তাড়নায় থানায় গিয়ে সে বড়বাবুর কাছে অপরাধ স্বীকার করে বলে------"আমি এজন্য শাস্তি নিতে প্রস্তুত। আপনি আমায় জেলে দিন।"[২] পুলিশ তার তথা মনের ভয়াবহ অপরাধবোধ 'পাষাণভার' কমাতে কোনো সাহায্যই করতে পারে না। কিছু সদুপদেশ দিয়ে সাবধান করে ছেড়ে দেয়। শাস্তি না হওয়ায় সে মৃত লোকটির ঠিকানা খুঁজে বাড়ি যাওয়ার কথা ভাবে। কারণ তার মনে হয় সেখানে গিয়ে কৃতকর্মের কথা স্বীকার করলে হয়তো নিকট আত্মীয়রা উত্তেজিত হয়ে শাস্তির ব্যবস্থা করবে।

আমরা জানি অহম বা Ego বাস্তববোধের দ্বারা চালিত হয়। আর তাই বাস্তবের মূল্যায়ন থেকে অনিলের অহম অধিশাস্তার নির্দেশ বিবেচনা শুরু করে ------

> "**বোধ হয় বাড়াবাড়ি হচ্ছে। নামতে বললেই অমন বিপজ্জনকভাবে কি কেউ নামে? নিশ্চয় লোকটিরও দোষ ছিল। .... এখন তার প্রধান ভাবনা --- কেন যাচ্ছি এবং না গেলেই বা কী হয়** ?"[৩]

সিনেমা দেখে ও রাস্তায় বেশ কিছুক্ষণ হাঁটিহাটি করার পর অনিলের মনে হয় মনের পাষাণভারটা অনেকটা হালকা ' হয়ে গেছে। যদিও হাঁটতে হাঁটতে সে মৃত লোকটির বাড়ির কাছাকাছি চলে আসে। এরপর যাবে কি যাবে না --- এ নিয়ে তার মধ্যে একধরনের টানাপোড়েন চলে। কৃতকর্মের ফলাফল চাক্ষুষ করতে গিয়ে পাড়ার লোকের কাছে সে যা শোনে তাতে অনিলের অপরাধের বোঝা অনেকটা লাঘব হয়ে যায়। তারা জানায় –-

> "**ইদানিং তো সংসার আর চলছে না। ইনশিওরের টাকাটা পেলে তবু কিছু কাল চলে যাবে। বৌটাও বেঁচে গেল। বাচ্চা হয়ে হয়ে শরীরের তো আর কিছু নেই।"**[৪]

প্রতিবেশীদের কাছ থেকে তা শোনার পর অনিলের অহম ও অধিশাস্তার দ্বন্দ্ব অনেকটা স্তিমিত হয়ে যায়। আর তাই বিবেকের যন্ত্রণাটাও ধীরে ধীরে কমে যায়। ঠিক পরের দিন চলন্ত ট্রাম থেকে নামতে উদ্যত এক ছোকরাকে অনিল ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেয়। তা নিয়ে দুজনের মারামারিও হয়। অনিল গলা চড়িয়ে গতদিনের দুর্ঘটনার কথা জানিয়ে ছোকরাকে বলে ----"আপনি মরলে আমি কি দায়ী হতাম না **?"** উপস্থিত জনতা অনিলকে সমর্থন করায় ছোকরাটি থতমত খেয়ে চলে যেতে যেতে উত্তর দেয় ---"ওরকম ভাবে কোনো লোক বলা মাত্র ট্রাম থেকে নামতে পারে না যদি না আত্মহত্যার মতলব থাকে।যুবকের মু "খে এই কথা শুনে অনিলের মনে প্রথিত একেবারে দূর হয়ে যায়। 'পাষাণভার'

লেখক বিষয়ের পাশাপাশি চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রেও যে বিশেষত্ব অর্জন করেছেন তা অন্বেষণ করা যাক। গল্পটির মধ্যে রয়েছে অপরাধবোধে আক্রান্ত এক মধ্যবিত্ত মানসিকতা সম্পন্ন অনুভূতিশীল বিবেকের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র অনিল। কলকাতার কোনো এক অফিসের সাধারণ কর্মচারী সে। সর্বজ্ঞ কথনরীতিতে লেখক অনিল চরিত্রটির মনোজগৎকে প্রত্যক্ষ করে গল্পে বিবৃত করেছেন। অফিসের কাছাকাছি ধর্মতলার ট্রাম স্টপেজ তুলে

দেওয়ায় অনিলকে পঞ্চাশ ষাট মিটার পথ বেশি হাঁটতে হয়। অনেকে সেই কষ্ট স্বীকার করতে রাজি নয়। ধর্মতলার স্টপেজেই অনেকে চলন্ত ট্রাম থেকে নেমে পথ সংক্ষেপ করে নেয়। এক মিনিটের পথ বাঁচানোর জন্য নিজেকে এভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন করা অনিল মেনে নিতে পারে না। বেশ কয়েকদিন ট্রাম থামার পরই সে নামে। কিন্তু অন্যান্য সহযাত্রীদের চলন্ত ট্রাম থেকে অনায়াসে নামা দেখে নিজেকে সংবরণ করতে পারে না। সেও চলন্ত ট্রাম থেকে নামা আরম্ভ করে। এখানে এসে চরিত্রটির দোলাচলতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অভাব আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এরপর আমরা দেখি অনিলের তাড়াতে একটি লোক চলন্ত ট্রাম থেকে ব্যস্ত হয়ে নামতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে রাস্তায় পড়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই একটি ডবল ডেকার বাস লোকটিকে পিষে দেয়। প্রত্যক্ষদর্শী এক সহযাত্রী বিষয়টি লক্ষ করে অনিলের প্রতি অভিযোগ জানিয়ে বলে ----"কী কথাই বললেন দাদা।ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যাওয়া অনিল " তৎক্ষণাৎ ট্রাম থেকে নেমে ধর্মতলার ভিড়ে গা ঢাকা দেয়। এখানে এসে চরিত্রটির ভীত কাপুরুষোচিত চেহারাটি ফুটে ওঠে।

ভিড়ে মিশে গিয়ে সাময়িকভাবে নিজেকে নিরাপদ মনে হলেও মধ্যবিত্ত বিবেকী তাড়না অনিলকে ক্ষতবিক্ষত করা শুরু করে। অফিসে বসে সারাদিন কোনো কাজে মন বসাতে পারে না। প্রতিক্ষণে তার মনে হয় লোকটির মৃত্যুর জন্য সেই দায়ী। এক ভয়ঙ্কর অপরাধবোধ তাকে গ্রাস করে। একজন জ্বলজ্যান্ত মানুষের মৃত্যু সেই ঘটিয়েছে এই ---- কথা চিন্তা করে করে কাতর হয়ে নিজেকে তার খুনী বলে মনে হয়।

অপরাধের ভার অসহনীয় হয়ে ওঠায় এর থেকে মুক্তির পথ অন্বেষণ করে সে দুটি উপায় বের করে। এক হয় আত্মহত্যা করা নয়তো অপরাধের কথা স্বীকার করে শাস্তি নেওয়া। অফিস ছুটির পর গড়ের মাঠে শুয়ে দুটি উপায়ই চুলচেরা বিশ্লেষণ করে। তার যুক্তিশীল মন ভেবে দেখে আত্মহত্যা করলে লোকটি তো আর বেঁচে উঠবে না কিংবা পরিবারের বউ ছেলে মেয়ে কেউ উপকৃতও হবে না। স্বাভাবিকভাবেই দ্বিতীয় উপায়টি তার কাছে সঠিক বলে হয়। স্বাভাবিক বলার কারণ পলায়নি মনোবৃত্তি যে আত্মহত্যার মতো কঠিন সিদ্ধান্ত ,কাপুরুষতা ,চরিত্রটির দোলাচলতা -- নিতে তাকে বাধা দেবে তা বলাই বাহুল্য।

এরপর অনিল অপরাধের ভার লাঘব করার জন্য প্রায়শ্চিত্তের পথে হাঁটে। তার মনে হয় শাস্তি নিলেইবুকের অপরাধবোধের পাষাণভার নেমে যাবে। তবে শাস্তি নেওয়ার আগে লোকটি সত্যিই মারা গেছে কিনা আবার নিশ্চিত করার কথা ভাবে। দুর্ঘটনাস্থলে এক কলমসারাইওয়ালাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। যা জানতে পারে তাতে তার অপরাধের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। কলমসারাইওয়ালা জানায় ---

সঙ্গে সঙ্গে মর"া গেল। অ্যাম্বুলেন্স এলপুলিশ এল। ড্রাইভারটিকে পাবলিক খুব মারল সেও ,
"হাসপাতালে।(পাষাণভার (৫৪ -পৃষ্ঠা -

সব জানতে পেরে তার অপরাধ বোধের মাত্রা আরও বেড়ে যায়।

শাস্তি নিতে চেয়ে সে থানায় উপস্থিত হয়। বড়বাবুর কাছে অপরাধ কবুল করে বলে আমি এজন্য শাস্তি " --- কিন্তু পুলিশ তার পাষাণভার কমাতে পারে না। কিছু সদুপদেশ দিয়ে ছেড়ে "নিতে প্রস্তুত। আপনি আমায় জেলে দিন। দেয়। থানা থেকে ঠিকানা নিয়ে মৃত লোকটির বাড়ি যাওয়ার কথাও ভাবে সে। কারণ তার মনে হয় সেখানে গিয়ে অপরাধ স্বীকার করলে হয়তো নিকট আত্মীয়রা উত্তেজিত হয়ে নিশ্চয়ই তার শাস্তির ব্যবস্থা করবে।

তবে এই বিবেকী আদর্শবোধ অনিলের মধ্যে বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। পরক্ষণেই প্রখর বাস্তববোধের দ্বারা ভাবিত হয়ে সে চিন্তা করে ---"বোধ হয় বাড়াবাড়ি হচ্ছে। নামতে বললেই অমন বিপজ্জনকভাবে কি কেউ নামে নিশ্চয় ? ? কেন যাচ্ছি এবং না গেলেই বা কী হয় --- এখন তার প্রধান ভাবনা ..... লোকটিরও দোষ ছিল।" (৫৫ -পৃষ্ঠা -পাষাণভার) সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনিল চরিত্রটির রূপান্তর চরিত্রটিকে আমাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে।

অপরাধের ভার লাঘবের জন্য অনিলের দ্বিধাগ্রস্ত মন নিজের সমর্থনে কিছু না কিছু যুক্তি খুঁজছিল। ভাগ্যক্রমে সে তা পেয়েও যায়। মৃত লোকটির বাড়িতে এসে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে জানতে পারে ----

ইদানিং তো সংসার আর চলছে না। ইনশিওরের টাকাটা পেলে তবু কিছুকাল চলে যাবে। "
"বৌটাও বেঁচে গেল। বাচ্চা হয়ে হয়ে শরীরের তো আর কিছু নেই।(পাষাণভার (৫৬ -পৃষ্ঠা -

অনিলের মনের দ্বন্দ্ব অনেকটাই স্তিমিত হয়ে যায় এবং যন্ত্রণাটাও ধীরে ধীরে কমে যায়। পরের দিন চলন্ত ট্রাম থেকে নামতে উদ্যত এক ছোকরাকে অনিল ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেয়। তা নিয়ে দুজনের হাতাহাতি হয়। অনিল গলা চড়িয়ে গতদিনের দুর্ঘটনার কথা জানিয়ে ছোকরাকে বলে ---"আপনি মরলে আমি কি দায়ী হতাম না ?" উপস্থিত জনতা

অনিলকে সমর্থন করায় ছোকরাটি থতমত খেয়ে চলে যেতে যেতে উত্তর দেয় ওরকমভাবে কোনো লোক বলা মাত্র "– যুবকের এই কথা শুনে অনিলের মন থেকে "ট্রাম থেকে নামতে পারে না যদি না আত্মহত্যার মতলব থাকে। অপরাধবোধের পাষাণভার অন্তর্হিত হয়ে যায়।

৩. উপসংহার: মতি নন্দীর আশ্চর্য কুশলতায় এভাবেই সাধারণ মধ্যবিত্ত চরিত্রগুলি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাঁর সমগ্র সাহিত্য ভুবনেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এই ধরনের শিল্পসুন্দর চরিত্রের সমাবেশ। বিষয় ও চরিত্রের অসাধারণ মেলবন্ধনে তিনি বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত তা আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি।

তথ্যসূত্র:

১. মতি নন্দী ছোটগল্প সমগ্র, সম্পাদনা- মানস চক্রবর্তী, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, পুনমুদ্রণ-১লা বৈশাখ ১৪২০, পৃষ্ঠা - ৫৪
২. তদেব, পৃষ্ঠা -৫৫
৩. তদেব, পৃষ্ঠা – ৫৫

সহায়ক গ্রন্থ:

১ . চক্রবর্তী(সম্পাদিত)মানস ,, মতি নন্দী২০১৬। ,দীপ প্রকাশন ,কলকাতা ,
২১৯৮৯। ,বর্ণালী ,কলকাতা ,বাংলা উপন্যাসে মনোবিশ্লেষণ ,কৃষ্ণরূপ ,চক্রবর্তী .
৩(ভাষান্তর)সিগমুন্ড ফ্রয়েড ,অরূপরতন ,বসু,, কলকাতা২০০৭।-জুলাই ,দীপায়ন ,
৪সিগমু ,মাধবেন্দ্রনাথ ও পুষ্পা মিশ্র ,মিত্র.ন্ড ফ্রয়েড মনসেন্ট্রাল এডুকেশনাল ,কলকাতা ,সমীক্ষণের রূপরেখা: ২০০৭। .লি .এন্টারপ্রাইজেস প্রা